আজকের কাগজ

তারিখ 26 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

19

ঢাকা বোর্ডের ব্যাখ্যা

সেটকোড জটিলতায় পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শক উভয়ই দায়ী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষাতে সেটকোর্ড পূরণে ত্রুটি পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শকদের কারণেই ঘটেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ জন্যে দায়ী পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। সেটকোড পূরণে ভুল হওয়ার ফলে কিছু পরীক্ষার্থীর ফলাফল বিপর্যয় সংক্রান্ত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের প্রতি ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্যে এ তথ্য জানায়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

১. পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা, দুর্নীতিরোধ, স্বল্প সময়ে ফলাফল প্রকাশ তথা দেশের ছাত্র-ছাত্রিদের স্বার্থে শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

২. কম্পিউটার পদ্ধতির জন্যে পরীক্ষার্থিদের স্বাভাবিকভাবেই এসআইএফ/ওএমআর ফরম এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট ছক পূরণ করতে হয়। এই বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং তাদের মাধ্যমে পরীক্ষার্থিদের বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩. বিভিন্ন ফরম এবং নৈব্যক্তিক উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট ছক পূরণ করার দায়িত্ব পরীক্ষার্থিদের এবং এবং পরিদর্শকদের ভালোভাবে তথ্যাদি যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে উত্তরপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। কোনো পরীক্ষার্থী ছক পূরণে (বৃত্ত ভরাটে) ভুল করলে এবং তা পরদর্শকের নজর এড়িয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার্থিদের জন্যে বিপর্যয়ের কারণ ঘটে। এ জন্যে পরীক্ষার্থী এবং পরিদর্শক উভয়ই দায়ী।

৪. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ইত্যাদিতেও একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, পরীক্ষার্থিদের সেটকোড পূরণে ভুলের কারণে সাম্প্রতিক ফল বিপর্যয় ঘটেছে। শুধু সেটকোড নয়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তথ্য-কলাম যেমন রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি ঘর যথাযথ পূরণ না করলেও একইভাবে ফলাফল নির্ধারণে জটিলতার সৃষ্টি হবে।

উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কম্পিউটার পরিচালনায় যতো দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিয়োজিত করা হোক না কেনো, ত্রুটিপূর্ণ তথ্যাবলী উপস্থাপন করলে কখনো নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যাবে না।